অবশেষে টরোন্টোতেই ভিডিওতে ধরা পড়ল বঙ্গবন্ধুর খুনি নূর চৌধুরী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিজ হাতে গুলি করে খুন করা এস এইচ এম বি নূর চৌধুরীকে নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রচার করেছে কানাডিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন সিবিসি। যে প্রতিবেদনে প্রথমবারের মতো আত্মগোপনে থাকা নূর চৌধুরীর দেখা মিলেছে। সিবিসি টেলিভিশিনের জনপ্রিয় অনুসন্ধানী বিভাগ ‘দ্যা ফিফথ স্টেট’ এ ‘দ্যা এসাসিন নেক্সট ডোর’ শিরোনামের ৪২ মিনিটের এই প্রতিবেদনটি প্রচারিত হয় শনিবার (বাংলাদেশ সময়) সকাল ৮টায়।

প্রতিবেদনে নূর চৌধুরীর কানাডায় পালিয়ে যাওয়া, ২৭ বছর সেখানে থেকে যাওয়া এবং খুনের অভিযোগে হওয়া শাস্তি বাস্তবায়নে তাকে বাংলাদেশের ফেরত চাওয়া বিষয়গুলো উঠে এসেছে। কানাডায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার বলেছেন, ‘এই একটি ইস্যু বাদে কানাডার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ। কেবল বাংলাদেশি হাই কমিশনার হিসেবে নয় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ হিসিবে আমি চাই তাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হোক।’

নূর চৌধুরী কোথায় আছেন, কি করছেন, এ নিয়ে জানা থাকলেও তথ্য আকারে সামনে আসেনি তেমন। তার অবস্থান নিয়ে এক ধরনের ধোঁয়াশা তৈরির প্রচেষ্টা ছিলো। ধারণা করা হচ্ছে, এই রিপোর্ট প্রচারের মধ্য দিয়ে সেই ধোঁয়াশা কেটে যাবে এবং কানাডিয়ান সাধারণ জনগণ তাদের পাশের বাসায় থাকা ভয়ানক এই খুনি সম্পর্কে পরিষ্কার একটি ধারণা পাবে।

প্রতিবেদনে টরন্টোর নিজ ফ্লাটের ব্যালকনীতে নূর চৌধুরীকে এক ঝলক দেখানো হয়। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আত্মগোপনে থাকা নূর চৌধুরীকে ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা অবস্থাতে ধরতে পারেন প্রতিবেদক। কিন্তু কথা না বলে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে কোনমতে কেটে পড়েন তিনি। দীর্ঘদিন অনুসরণ করে খুঁজে বের করেছে ফিফথ স্টেটের অনুসন্ধানী দলটি।

বঙ্গবন্ধুকে নিজ হাতে গুলি করে হত্যার পর কূটনীতিক হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালন করেন নূর চৌধুরী। ১৯৯৬ সালে

শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এলে তিনি পালিয়ে প্রথমে আমেরিকা, পরে কানাডায় ঢোকেন দর্শনার্থী হিসেবে। এরপর ১৯৯৯ সালে শরণার্থী হিসেবে থেকে যাওয়ার আবেদন করলেও কানাডা সরকার তা নাকচ করে দেয়। আপিল করেও হেরে যান নূর চৌধুরী। ২০০৯ সালে তাকে কানাডা থেকে নূরকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেয় কানাডিয়ান সর্বোচ্চ আদালত। কিন্তু বাংলাদেশে পাঠালে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে পারে— এমন শঙ্কার কথা জানিয়ে ২০১০ সালের দিকে সরকারের কাছে ‘প্রি রিমুভাল রিস্ক এসেসমেন্ট’র আবেদন করেন নূর চৌধুরী। যেহেতু কানাডা মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করে না, সেহেতু এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রায় ১৪ বছর ধরে কানাডায় মুক্ত জীবন যাপন করছেন তিনি।

গণতন্ত্র ও উন্নয়ন পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত

জনগণের উন্নয়ন অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতায় বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের এ অগ্রযাত্রাকে সুসংহত করেছে। এটি অব্যাহত রাখতে সকলে এগিয়ে আসতে হবে।’

আজ শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবের মাওলানা আকরম খাঁ হলে ‘উন্নয়ন ও গণতন্ত্র’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের সরকার মানুষের অধিকার বাস্তবায়নের পাশাপাশি বৈশ্বিক সহযোগিতা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই সভার আয়োজক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত গবেষণাভিত্তিক সংগঠন ‘এডুকেশন রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ (ইআরডিএফবি)’।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ চন্দ বলেন, ‘রাজনৈতিক মতের প্রতি পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধই গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র। সামরিক শাসন ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে পুর্নবাসনের মত রাজনৈতিক ঘটনা এই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধকে নষ্ট করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে

বিনষ্ট করতে চাওয়ার মাধ্যমে গণতন্ত্রের উপর আঘাতের ঘটনা আমরা অতীতে দেখেছি। এই সকল সংকটই সকল দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ঘটিয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এ কথা অনস্বীকার্য যে, গণতন্ত্র ও উন্নয়ন দুটি একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। গণতন্ত্রের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী একটি সর্বদলীয় সরকারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই সময়ে এসে নতুন করে সংলাপ নিয়ে যে আলোচনা চলছে তার প্রস্তাব তিনি আগেই দিয়ে ছিলেন।’

সভায় সভাপতিত্বে ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য ও এডুকেশন রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ (ইআরডিএফবি)-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন।

আব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্র ভাবনার উল্লেখ করে আলোচনায় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. কামরুল আলম খান বলেন, ‘আব্রাহাম লিংকন এমন বলেছেন- কোন রাষ্ট্রে সব জনগণ উন্নয়নের সুফল ভোগ করে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বসবাস করলে, সেই রাষ্ট্রে গণতন্ত্র বিরাজমান বলে বিবেচনা করা যায়। প্রধানমন্ত্রী দেশের জনগণের কল্যাণে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছেন তা কারও অজানা নয়। তার অর্থনৈতিক সাফল্যমণ্ডিত পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর রিপোর্টেও এসেছে।’

বাংলাদেশের সরকার মানুষের অধিকার বাস্তবায়নের পাশাপাশি বৈশ্বিক সহযোগিতা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে উল্লেখ করে জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, ‘কর্মসংস্থান, যোগাযোগে উন্নতি এবং আত্মনির্ভরতা অর্জনের সুফল বাংলাদেশের মানুষ ভোগ করছে। গণতান্ত্রিক চর্চা সুষ্ঠু থাকলে মানুষ এসব সুফল ভোগ করে।’

ইআরডিএফবি-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. বদরুজ্জামান ভূঁইয়ার সঞ্চালনায় সভার আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ও ইআরডিএফবি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল কবীর, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. সেলিনা আখতার প্রমুখ।

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ‘[redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন সরকার ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিদের পক্ষাবলম্বন করে অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে গণহত্যায় সহযোগিতা করেছিল। একই ধারাবাহিকতায় বিএনপি-জামায়াত সরকার পতনের এক দফার আন্দোলনে জনসমর্থন না পেলেও ওই দেশের রাষ্ট্রদূতের পক্ষপাতমূলক আচরণে উৎসাহিত হয়ে তারা আন্দোলনের নামে সহিংসতা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। ’

বঙ্গবন্ধু শিক্ষক পরিষদ মনে করে একটি সার্বভৌম দেশের নাগরিক হিসেবে এদেশের জনগনের নিজস্ব স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং স্বাধীনভাবে নিজের ভোট দেয়ার অধিকার রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের এ ধরণের পদক্ষেপ এদেশের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি এবং দেশের মান মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছে। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতি সম্মান জানিয়ে, অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন-আকাক্সক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ও সরকারের প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানোনো হয়।

বাংলাদেশ আবারও ইউনেস্কোর নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সংস্থার (ইউনেস্কো) কার্যনির্বাহী বোর্ডের সদস্য হিসেবে আবারও নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ। ১৫ নভেম্বর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ইউনেস্কো সদর দপ্তরে সংস্থাটির সদস্য রাষ্ট্রসমূহের ভোটে বাংলাদেশ সদস্য নির্বাচিত হয়।

বাংলাদেশ ২০২৩-২০২৭ মেয়াদের জন্য ইউনেস্কোর নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হলো। নির্বাচনে বাংলাদেশ ১৮৪ ভোটের মধ্যে মধ্যে ১৮১ ভোট লাভ করে।

নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর ইউনেস্কোর মহাপরিচালক অঁদ্রে আজুলে

বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনিকে অভিনন্দন জানান এবং উভয়ে একযোগে আগামীদিনেও কাজ করবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ভোটের ফল প্রকাশের ফ্রান্স থেকৈ শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, এই নির্বাচনী জয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। তাঁর প্রাজ্ঞ, দূরদর্শী, সাহসী নেতৃত্বে অগ্রগামী বাংলাদেশ আজ বিশ্বসভায় সবার প্রশংসা ও আস্থা অর্জন করেছে।

শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি ইউনেস্কোর সম্মেলনে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অন্যদের মধ্যে ইউনেস্কোর স্থায়ী প্রতিনিধি এ্যাম্বাসেডর খন্দকার মো. তালহা, দূতাবাসের প্রথম সচিব ওয়ালিদ বিন কাসেমসহ উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনে হস্তক্ষেপ প্রশ্ন: বাংলাদেশে বাইডেনের “ভিন্ননীতি”

এ যেন এক মুখে দুই কথার সমান। বাংলাদেশে আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের ‘অযাচিত’ হস্তক্ষেপ দেখছে গোটা দেশসহ সারা বিশ্ব। ঠিক সেই সময়ে চীনকে তাইওয়ানের আসন্ন নির্বাচনে হস্তক্ষেপ না করার জন্য সতর্ক করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বুধবার চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর এই সতর্কতার কথা জানান তিনি। শি’র সঙ্গে ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকের পর এক সংবাদ সম্মেলনে বাইডেন বলেন, ‘আমি স্পষ্ট করে দিয়েছি যে আমি কোনো হস্তক্ষেপ আশা করিনা ।’

বাংলাদেশের মতোই আগামী জানুয়ারিতে তাইওয়ানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, যা চীনের সঙ্গে দ্বীপটির সম্পর্কের ভবিষ্যত সম্পর্কে অতিরিক্ত অনিশ্চয়তা তৈরি করতে পারে বলে ধারনা করা হচ্ছে। তাইওয়ান বেইজিং-ওয়াশিংটনের মধ্যে উত্তেজনার একটি প্রধান উৎস। তাইওয়ান প্রণালী এবং দক্ষিণ চীন সাগরে চীন আগ্রাসী

জানায়।

গত এপ্রিলে সংসদে এক বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র যে কোনো দেশে ক্ষমতা ‘উল্টাতে পারে, পাল্টাতে পারে’। বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ হাসিনা বলেন, ‘আমার কাছে একটা বড় প্রশ্ন হল, কেন তারা নিষেধাজ্ঞা জারি করল? যখন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দেশের সন্ত্রাস মোকাবেলার জন্য কাজ করছে, মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তখন তারা লঙ্ঘনকারীদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, যারা ভুক্তভোগী, তাদের পক্ষে নয়।’

বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যুগে বাংলাদেশ

ঢাকা মহানগর থেকে প্রতিদিন আসছে প্রায় সাত হাজার টন বর্জ্য। এর মধ্যে মাত্র দুই ভাগ পয়োবর্জ্য শোধন হয়। বাকি ৯৮ ভাগই কোনো না কোনো পথে যাচ্ছে নদীতে।

উৎপাদিত বর্জ্য ফেলার জায়গা কমে যাওয়ায় আরো জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। এ কারণে পরিবেশ ও পানি দূষণের জন্যও বর্জ্য বড় হুমকি হয়ে উঠেছে।

তাই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে বর্জ্য পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা গেলে সফল ব্যবস্থাপনা হতে পারে- এমন চিন্তা দীর্ঘদিনের। অবশেষে সেই চিন্তার সফল বাস্তবায়ন হলো দেশে। তবে এই যাত্রার শুরুটা হলো কক্সবাজারের উখিয়া ক্যাম্পে।

বিশ্বের তৃতীয় অমনি প্রসেসর প্লান্টটি ১১ নভেম্বর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অমনি প্রসেসর’ হচ্ছে, যে প্রক্রিয়াটি বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ, ডিস্ট্রিল্ড ওয়াটার এবং অ্যাস উৎপাদন করা হয়। সেনেগাল, ভারতের পর তৃতীয় কোন রাষ্ট্র এই প্রকল্পটি পরীক্ষামূলক চালু হয়েছে। বাংলাদেশের প্রথম এই প্রকল্পটি কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে। প্রায় ৬০

কোটি টাকার এই প্রকল্পটির উপকারভোগী আনুমানিক ১ লাখ মানুষ।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর জানিয়েছে, কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালং ৪ নম্বর এক্সটেনশন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাজ শুরু হয় ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে এবং প্রকল্পের কাজ শেষ হয় ২০২৩ সালের জুন মাসে। প্রকল্পটি ভারতের অংকুর সাইন্টিফিক ও বাংলাদেশের এসআর করপোরেশন নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান পায়। শতভাগ ভৌত অগ্রগতি শেষে বর্তমানে প্রকল্পটি পরীক্ষামূলক চালু করা হয়েছে। যার অর্থায়ন করেছে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)।

কক্সবাজার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী আবুল মনজুর জানান, এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের প্রথম এবং বিশ্বের মধ্যে তৃতীয়। পরীক্ষামুলক চালু হওয়া প্রকল্পে প্রতিদিন ৩০ কিউবিট মিটার বা ৬ টন শুকনো পয়ঃ বর্জ্য, ৫ টন জৈব বর্জ্য, ৫ শত কেজি প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়ে মোট ১১.৫ টন বর্জ্য যা প্লান্ট পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্লান্ট থেকে প্রতিদিন গড়ে ৬০-৭০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। উৎপাদিত বিদ্যুৎ দিয়েই মুল প্রকল্পের সকল যন্ত্রপাতি চালু রাখা হয়। ফলে এই প্রকল্পের জন্য কোন প্রকার জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ বা ভিন্ন কোন বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না।

তিনি আরো বলেন, প্রকল্পের বর্জ্য পরিশোধনের পর প্রতিদিন গড়ে ১ হাজার থেকে ১২ শত লিটার ডিস্ট্রিল্ড ওয়াটার (পানি) উৎপাদন হয়। যে পানিকে কোন আয়ন বা সলিড কোন সল্ট থাকে না, শুধু হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন আয়ন থাকে। ব্যাটারিতে এই পানি আয়নাইজ হয়ে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন আয়ন হয়ে ইলেক্ট্রিসিটি তৈরি করে এবং হাইড্রোজেন গ্যাস হয়ে থাকে। এটি বাজারজাত করা যাবে। একই সঙ্গে প্রকল্প থেকে প্রতিদিন গড়ে উৎপাদিত হচ্ছে ১২ শত থেকে ১৫ শত কেজি অ্যাস। যা সিমেন্ট সহ নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। উৎপাদিত অ্যাস বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হবে এবং এটি দ্বারা মাটি ভরাট বা পরোক্ষ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

তিনি বলেন, বর্তমানে চুক্তি মতে ভারতের অংকুর সাইন্টিফিক তার নিজস্ব দক্ষ জনবল দ্বারা প্রকল্পটি পরিচালনা করছেন। আগামি ২ বছরের মধ্যে অংকুর বাংলাদেশের এসআর করপোরেশনের নিজস্ব লোককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলবে। এরপর প্রকল্পটি এসআরকে বুঝিয়ে দেবে। খুব অল্প জায়গায় এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করায় অনেক সুযোগ সুবিধাও রয়েছে।

কক্সবাজার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এ প্লান্ট হতে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে ইপিএ/ডিওই স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী, বায়ু নির্গমনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং উক্ত প্লান্ট থেকে উৎপাদিত পানি বাংলাদেশ পানীয় স্টান্ডার্ড অনুযায়ী পাওয়া যাবে।

তিনি আরো বলেন, প্রকল্পটির প্রযুক্তির ডিজাইন লাইফ সব প্রধান অংশের ১০ বছর গ্যারান্টিসহ মোট ২০ বছর। এ প্রকল্পের আওতায় ২ বছরের অপারেশন ও মেইনটেনেন্স রয়েছে।

বাংলাদেশের এসআর করপোরেশনের স্বত্ত্বাধিকারী জাকির হাসান জুয়েল জানান, দেশের জন্যে ইতিহাস হতে পারাটাই আমার কাছে আনন্দের। যা দীর্ঘদিন আমাদের চিন্তার মধ্যে ছিল, সেটি এখন বাস্তব। বর্জ্য থেকে বিদ্যুত এবং ডিস্টিল ওয়াটার পাওয়া যাচ্ছে। যে প্রকল্পটি এসআর করপোরেশন এবং ভারতের অংকুর সাইন্টিফিক যৌথভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এখন সারাদেশেই এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন নিয়ে ভাবতে হবে। তাহলে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হবে না। আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বর্জ্য যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। যা বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব।

জাতীয় নির্বাচন আগামী ৭ জানুয়ারি

আগামী ৭ জানুয়ারি রোববার বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারণ করেছে নির্বাচন কমিশন। আজ বুধবার (১৫ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন।

বিকাল ৫টায় আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে কমিশনের সভায় নির্বাচনের দিন-ক্ষণসহ তফসিল ঘোষণার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। সন্ধ্যা ৭টায় জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

সিইসির ভাষণ একযোগে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ও বাংলাদেশ বেতারে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এবারই প্রথম তফসিল ঘোষণা সরাসরি সম্প্রচার করা হলো। আগে সব সময় রেকর্ড করা ভাষণ প্রচারিত হত।

২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে ২০১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি। সে হিসেবে এই সংসদের মেয়াদ শেষ হবে ২০২৪ সালের ২৯ জানুয়ারি। সংবিধান অনুযায়ী, এর আগে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হতে হবে।

সেই হিসাবে গত ১ নভেম্বর নির্বাচনের ক্ষণগণনা শুরু হয়ে গেছে। ২৯ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন আয়োজনের বাধ্যবাধকতা আছে। এর আগে কমিশনের পক্ষ থেকে একাধিকবার ডিসেম্বরের শেষে বা জানুয়ারির শুরুতে ভোট আয়োজনের প্রস্তুতির কথা জানানো হয়েছে।

সূত্র: ইত্তেফাক

সংলাপে আওয়ামী লীগের ‘না’; নিরপেক্ষ থাকবে যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু শর্তহীন সংলাপের যে আহবান জানিয়েছেন এখন তার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। এদিকে আগামী নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র একটি নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস।

আজ বুধবার সচিবালয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকদের সাথে বৈঠকে বসেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। এরপর সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং আমেরিকার রাষ্ট্রদূত পিটার হাস।

সাংবাদিকদের ওবায়দুর কাদের বলেন, ‘এই সময়ে কখন সংলাপ হবে কখন

নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলবে এইটা একটা বিষয়, আরেকটা বিষয় হচ্ছে ডায়লগের ব্যাপারে আমাদের যে সিদ্ধান্ত সেটা ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। আমরা আগেও বলেছিলাম শর্তযুক্ত কোনো সংলাপের চিন্তাভাবনা আমরা করছিনা। তারা তাদের যে একদফা— প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ, নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ, সংসদ বিলুপ্ত করা তারপরেও আমরা চিন্তাভাবনা করে দেখব। তবে এটা অনেক আগের কথা, সেই সময় পেরিয়ে গেছে। এখন আর সেই পেরিয়ে যাওয়া সময়কে এগিয়ে নিয়ে আসার সুযোগ নেই ‘

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘জাতীয় পার্টির যদি কেউ কেউ আওয়ামী লীগের সঙ্গে থাকতে না চায়, এটা তাদের নিজেদের সিদ্ধান্তের ব্যাপার। আমরা তো জোর করে কাউকে আমাদের সঙ্গে টেনে আনছি না, এটা তাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপার, ব্যক্তিগতভাবেও তাদের ব্যাপার।’

এদিকে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস সাংবাদিকদের বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে একটি নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র। নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতমূলক দৃষ্টি ভঙ্গি অবস্থান না নিয়ে বরং একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।’

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে একটি শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায়। চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা পরিহার করে শর্তহীন একটি সংলাপের ওপর জোর দেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

দেশের প্রধান তিন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং জাতীয় পার্টিকে চিঠি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু। এই চিঠি তিন দলের কাছে পৌঁছে দেন ঢাকায় নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস।

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন

সহিংসতামুক্ত দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সহিংসতামুক্ত দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। একই সঙ্গে অবাধ, সুষ্ঠু ও সবার জন্য উন্মুক্ত নির্বাচন হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছে দেশটি।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (১৪ নভেম্বর) নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার।

ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিক বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করেন। প্রশ্নকারী বলেন, বিএনপি-জামায়াতের ডাকা অবরোধে সহিংসতার মধ্যে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত বারবার রাজনৈতিক দলগুলোকে সংলাপে বসার আহ্বান জানাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্র কি বিএনপি-জামায়াতের এ ধরনের সহিংসতা অবসানের নিশ্চয়তা দিতে পারে? বাংলাদেশে একই গোষ্ঠীর এ ধরনের সহিংসতার অতীত রেকর্ড আছে।

জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন, ‘আমরা ক্রমাগত বলে আসছি যে, বাংলাদেশে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও উন্মুক্ত ভাবে হওয়া উচিত বলে আমরা বিশ্বাস করি। একসঙ্গে নির্বাচন সহিংসতামুক্ত ভাবেও হওয়া উচিত।

ওই সাংবাদিক দ্বিতীয় প্রশ্ন করে বলেন, নয়াদিল্লিতে যুক্তরাষ্ট্র-ভারতের মধ্যকার (টু প্লাস টু) মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের পর ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা বিনয় কোয়াত্রা ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য স্থিতিশীল বাংলাদেশের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তৃতীয় দেশের হস্তক্ষেপে ক্রমবর্ধমান চরমপন্থা নিয়ে উদ্বেগ জানান। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের ঠিক কী বিপদ হতে পারে? বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতের এ ধরনের অবস্থান নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র কি ভিন্নমত দেবেন?

জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এই মুখপাত্র বলেন, এই বিষয় নিয়ে আমার কোনও মন্তব্য নেই।

প্রেসক্রিপশনের “শর্তহীন সংলাপ”- কার সঙ্গে কে করবে?

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে রাজনীতিতে নতুন মার্কিন উদ্যোগ শুরু হয়েছে। সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু বাংলাদেশের প্রধান তিন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টিকে চিঠি দিয়েছেন শর্তহীন সংলাপে বসার আহবান জানিয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, আসলে কি এবার শর্তহীন সংলাপ নিয়ে ভাববে এই তিন দল? তবে, তফসিল ঘোষণার এক দুইদিন আগে হাসের এ ধরনের উদ্যোগকে “কিছুটা লোক দেখানো” মনে করছেন রাজনীতিবিদরা। তাদের প্রশ্ন- সংলাপ কার সঙ্গে কে করবে?

সোমবার হাসের সঙ্গে বৈঠক শেষে জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু সাংবাদিকদের বলেন, মার্কিন রাষ্ট্রদূত মূলত তাদের মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী মন্ত্রী ডোনাল্ড লুর লিখিত একটি চিঠি নিয়ে এসেছেন। চিঠিতে শর্তহীন সংলাপের আহ্বান জানানো হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন প্রত্যাশা করে যুক্তরাষ্ট্র যা চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী বলেন, সংলাপের কথা যে বলছেন, কার সঙ্গে সংলাপ হবে? ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার পরে যারা বলেছেন এটা আওয়ামী লীগ নিজে করেছে, তাদের সঙ্গে কী নিয়ে আলোচনা করবে? আর ২৮ অক্টোবরে মহাসমাবেশের নামে যে হামলা যে নারকীয় কাণ্ড ঘটানো হয়েছে, এরপরে কিসের আলোচনা করতে বলবেন পিটার হাস?

যুগপৎ আন্দোলনের সিনিয়র নেতা সাইফেল হক মনে করেন যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা থেকে সংলাপের মধ্য দিয়ে বের হতে হবে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সংলাপ শুরু করে সৃষ্ট পরিবেশের দিকে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার বিকল্প নেই।

এর আগে ৩১ অক্টোবর বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন প্রশ্নে বিরোধী দলগুলোর সাথে সংলাপের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ”যেদিন ট্রাম্প আর বাইডেন ডায়ালগ করবে, সেদিন আমিও ডায়ালগ করব।” সেদিন বিকেলে বেলজিয়াম সফর নিয়ে গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে

প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। সেইদিনই সকালের দিকে নির্বাচন কমিশনের সাথে বৈঠক শেষে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বাংলাদেশের সব পক্ষকে শর্তহীন সংলাপে বসার অনুরোধ জানান। গণভবনের সংবাদ সম্মেলনে পিটার হাসের এমন বক্তব্য উল্লেখ করে এক সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, “যারা খুন করছে তাদের সাথে ডায়লগ করতে বলে, ট্রাম্প সাহেবের সাথে কী বাইডেন ডায়লগ করছে? যেদিন ট্রাম্প সাহেব আর বাইডেন ডায়লগ করবে, সেদিন আমিও ডায়ালগ করবো।”